যায়যায়দিন

তারিখ 03 SEP 2008

হাইকোর্টের রুল

র্বাচনে বেসরকারি শিক্ষকদে র্ত রাখা কেন বেআইনি নয়

পোর্ট

অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা
সার্বক্ষণিক ও খণ্ডকালীন কর্মরত
নো ব্যক্তি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে
তে পারবে না বলে জারি করা
নিষেধাজ্ঞাকে কেন অবৈধ ও
পরিপন্থী ঘোষণা করা হবে না তা
চেয়ে সরকারকে রুল জারি
হাইকোর্ট। আগামী দুই সপ্তাহের
রুলের জবাব দেয়ার নির্দেশ দেয়া

মির্জা হোসেইন হায়দার ও
মামনুন রহমানের সমন্বয়ে গঠিত
র অবকাশকালীন বেঞ্চ গতকাল
দেন। রিটে সরকারের পক্ষে
চিন কমিশনার, রাষ্ট্রপতির সচিব,
দেষ্টার সচিব, মন্ত্রী পরিষদ সচিব

সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে নি
জারি করা হয়েছে। রাজশাহীর পুঠি
আইডিয়াল ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক
সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার আবদুস সামা
করা একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষি
আদালত এ আদেশ দেন। রিটকারীর প
মামলাটি পরিচালনা করেন অ্যাডভো
তাজুল ইসলাম। অন্যদিকে সরকারপ
শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনা
আফসার জাহান ইলা।

গতকাল রিটকারীর কৌসুলি আদাল
বলেন, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা
উপজেলা নির্বাচন সংক্রান্ত পৃথক তি
অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এতে
হয়েছে, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরক
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও খণ্ডকা
কর্মরত থাকা কোনো

নির্বাচনে বেসরকারি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। অথচ সরকার আবার আরেকদিকে বলছে, নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষকরা তো সৎ ও যোগ্য প্রার্থীই হবেন। অথচ অধ্যাদেশ জারি করে তাদের নির্বাচনে অংশ নেয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, তাছাড়া সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আবার রাষ্ট্রপতি অতি জরুরি না হলে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো অধ্যাদেশও জারি করতে পারেন না। স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নয়। তাছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়টি একটি নীতি-নির্ধারণী বিষয়। এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ তাই জারি হতে পারে না। অধ্যাদেশে এ বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট রায়ও রয়েছে। এ কারণে এ অধ্যাদেশগুলো সংবিধান পরিপন্থী বলে বাতিলযোগ্য।